অধিবেশন ১: কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

ভূমিকা

বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ ও উদ্যোক্তা তৈরির বিষয়টি যুব সমাজের মাঝে একটি অন্যতম প্রাধিকার। কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে দেশের প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, দলিত, লিঙ্গবৈচিত্র্যের সম্প্রদায়ের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুবিধা সৃষ্টির বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুব সমাজের অন্তর্ভুক্তি বা অংশগ্রহণ বৃদ্ধি জরুরি। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের লক্ষ্যে যুব সমাজের দক্ষতাবৃদ্ধিতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা। এক্ষেত্রে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সমাজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করা জরুরি। তরুণদের জন্য শিল্প অঞ্চলে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা দরকার।

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় চিহ্নিতকরণই এই সমান্তরাল অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য **নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ৮ মিনিট** ।

নিম্নলিখিত রূপরেখায় একটি মূল বক্তব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে-

- ✓ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুব সমাজের প্রাসঙ্গিকতা;
- ✓ বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ;
- ✓ উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় দেশে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ।

অধিবেশন ১: কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

ভূমিকা

বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ ও উদ্যোক্তা তৈরির বিষয়টি যুব সমাজের মাঝে একটি অন্যতম প্রাধিকার। কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে দেশের প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, দলিত, লিঙ্গবৈচিত্র্যের সম্প্রদায়ের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুবিধা সৃষ্টির বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুব সমাজের অন্তর্ভুক্তি বা অংশগ্রহণ বৃদ্ধি জরুরি। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের লক্ষ্যে যুব সমাজের দক্ষতাবৃদ্ধিতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা। এক্ষেত্রে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সমাজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করা জরুরি। তরুণদের জন্য শিল্প অঞ্চলে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা দরকার।

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় চিহ্নিতকরণই এই সমান্তরাল অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য **নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ৮ মিনিট** ।

নিম্নলিখিত রূপরেখায় একটি মূল বক্তব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে-

- ✓ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুব সমাজের প্রাসঙ্গিকতা;
- ✓ বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ;
- ✓ উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় দেশে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ।

অধিবেশন ২: অংশগ্রহণমূলক যুব নেতৃত্ব

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

ভূমিকা

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক যুব নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মককাণ্ডে যুব সমাজের অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব জরুরি। এ সকল ক্ষেত্রে যুব সমাজের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি ও সুযোগ বৃদ্ধি জরুরি। এক্ষেত্রে যুব সমাজের মাঝে সমন্বয় সাধন ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে জাতীয় পর্যায়ে একটি যুব প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে।

দেশের নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় যুবসমাজের অংশগ্রহণ ও সুযোগ বৃদ্ধিতে জাতীয় সংসদে যুবকদের অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বা বিশেষ যুব মন্ত্রীসভা গঠন করা যেতে পারে। এছাড়া, সামাজিক উন্নয়নে কমিউনিটিভিত্তিক যুব নেতৃত্ব বিকশিত করার ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে, অন্যান্য দেশের ইতিবাচক পদক্ষেপ উদাহরণ হিসেবে আলোচিত হতে পারে।

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় চিহ্নিতকরণই এই সমান্তরাল অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য **নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ৮ মিনিট** ।

নিম্নলিখিত রূপরেখায় একটি মূল বক্তব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে-

- ✓ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুব সমাজের প্রাসঙ্গিকতা;
- ✓ বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ;
- ✓ উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় দেশে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ।

অধিবেশন ৩: অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

ভূমিকা

যুব সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয়টি হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নিশ্চিতকরণ। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নিশ্চিত করা না গেলে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কিন্তু দেখা যায়, সামাজিক প্রক্রিয়ার কাঠামোতে যুব সমাজ নানা রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে নারীর জন্য নিরাপদ ও অংশগ্রহণমূলক সামাজিক কাঠামো প্রয়োজন।

সেই সাথে, বিশেষত, প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও লিঙ্গবৈচিত্র্যের সম্প্রদায়সহ সকল প্রকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর যুব সমাজের অধিকার নিশ্চিতে বিশেষ সামাজিক ও নৈতিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈষম্যের বিলোপের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ, জাতিগত বৈষম্যহীন ও নিরাপদ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় চিহ্নিতকরণই এই সমান্তরাল অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য **নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ৮ মিনিট** ।

নিম্নলিখিত রূপরেখায় একটি মূল বক্তব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে-

- ✓ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুব সমাজের প্রাসঙ্গিকতা;
- ✓ বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ;
- ✓ উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় দেশে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ।

অধিবেশন ৪: মানসম্মত শিক্ষা

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

ভূমিকা

বাংলাদেশে যুব সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয়টি হলো মানসম্মত শিক্ষা। এসডিজি'র এই চতুর্থ অভীষ্ট বাস্তবায়নের সাথে যুব সমাজের বিভিন্ন বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানসম্মত শিক্ষার অভাবে যুব সমাজের মাঝে যেমন দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিচ্ছে এবং সেই সাথে বেকারত্বের ঝুঁকি বাড়ছে। এক্ষেত্রে, কর্মমুখী শিক্ষা কাঠামোর আলোকে তরুণদের শিক্ষিত করার মতো প্রস্তাব আলোচিত হচ্ছে। পাশাপাশি, দেশের চলমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তির গুণগত ব্যবহার বৃদ্ধি করা জরুরি।

উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও যুব সমাজের মাঝে প্রযুক্তির সঠিক ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতে উদ্যোগ প্রয়োজন। অপরদিকে, মেধা পাচারের ফলে দেশের উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে, গ্রাম থেকে শহর – সকল পর্যায়েই শিক্ষিত তরুণ পেশাজীবি তৈরিতে মনোনিবেশ করা যেতে পারে।

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় চিহ্নিতকরণই এই সমান্তরাল অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য **নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ৮ মিনিট** ।

নিম্নলিখিত রূপরেখায় একটি মূল বক্তব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে-

- ✓ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুব সমাজের প্রাসঙ্গিকতা;
- ✓ বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ;
- ✓ উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় দেশে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ।

অধিবেশন ৫: প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

ভূমিকা

দেশের উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার ও উদ্ভাবনীতে প্রয়োজন যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বিশেষ ভূমিকা। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সাথে সাথে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজে বিভিন্ন বৈরী পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে, প্রযুক্তির নিরাপদ ও ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে যুব সমাজের মাঝে প্রযুক্তি সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার টেকসই ও সাশ্রয়ী সমাধানের একটি আবশ্যিক শর্ত হলো যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ সকল সমাধানের মূল উপজীব্য যুব সমাজের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ।

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় চিহ্নিতকরণই এই সমান্তরাল অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য **নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ৮ মিনিট** ।

নিম্নলিখিত রূপরেখায় একটি মূল বক্তব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে-

- ✓ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুব সমাজের প্রাসঙ্গিকতা;
- ✓ বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ;
- ✓ উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় দেশে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ।

অধিবেশন ৬: সুশাসন ও আইনের প্রয়োগ

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

ভূমিকা

যুব সমাজের উন্নয়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো সুশাসন ও আইনের প্রয়োগ। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে যুব সমাজের সচেতনতা ও বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রয়োজন। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে, আইনের প্রতি যেমন সকলকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, তেমনি, যুব সমাজের মাঝেও দল-মত নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনা ধারণ করতে হবে।

সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রয়োজন আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, এ সকল ক্ষেত্রে, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বাধীন গণমাধ্যম ব্যবস্থা যুব সমাজের মাঝে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় চিহ্নিতকরণই এই সমান্তরাল অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য **নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ৮ মিনিট** ।

নিম্নলিখিত রূপরেখায় একটি মূল বক্তব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে-

- ✓ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুব সমাজের প্রাসঙ্গিকতা;
- ✓ বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ;
- ✓ উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় দেশে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ।

অধিবেশন ৭: উগ্রবাদ ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

ভূমিকা

যুব সমাজের জন্য বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোর মাঝে অন্যতম হলো উগ্রবাদ ও মাদকাসক্তি। এসব সমস্যার উৎস পরিবার, প্রতিবেশি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এসবের মোকাবেলায় সম্প্রীতি ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা জরুরি। সেই সাথে, সমাজের সকল অংশীজনদের সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন। পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধিতে যুব সমাজের কার্যকর ভূমিকা প্রয়োজন।

যুব সমাজের মাঝে সুষ্ঠু বিনোদনের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নৈতিক অবক্ষয় রোধে বিভিন্ন ফলপ্রসু কর্মকাণ্ডে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিভিন্ন সফল উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। এ সকল কার্যক্রম উগ্রবাদ ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় চিহ্নিতকরণই এই সমান্তরাল অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য **নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ৮ মিনিট** ।

নিম্নলিখিত রূপরেখায় একটি মূল বক্তব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে-

- ✓ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুব সমাজের প্রাসঙ্গিকতা;
- ✓ বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ;
- ✓ উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় দেশে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ।

অধিবেশন ৮: স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

ভূমিকা

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশনের বিষয়টি যুব সমাজের প্রাধিকারসমূহের মাঝে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে, যুব সমাজের মাঝে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও সুরক্ষা সেবা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি বিশেষভাবে জরুরি। সেই সাথে প্রয়োজন, যুব সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্যানিটেশন সচেতনতা বৃদ্ধি।

দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের একটি বড় অংশ যুব সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্ব। যুব সমাজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো বাল্যবিবাহ। এক্ষেত্রে, বাল্যবিবাহ রোধ ও প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধিতে যুব সমাজের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার কাঠামো

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় চিহ্নিতকরণই এই সমান্তরাল অধিবেশনের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য **নির্ধারিত সময় সর্বোচ্চ ৮ মিনিট** ।

নিম্নলিখিত রূপরেখায় একটি মূল বক্তব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে-

- ✓ আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুব সমাজের প্রাসঙ্গিকতা;
- ✓ বাংলাদেশের যুব সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ;
- ✓ উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় দেশে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ।